

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৬ জুলাই'২০২১খ্রি.

জলাশয় আবর্জনা মুক্তকরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকালে মেয়র

বড় বরাদ্দের মেগা প্রকল্প

জলাবদ্ধতা নিরসনের একমাত্র সমাধান নয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, অপরিষ্কৃত নগরায়ন এবং খাল ও বিস্তীর্ণ জলাশয় বিলুপ্তিই নগরীতে জলাবদ্ধতা সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। তাই জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকার চলমান মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নই একমাত্র সমাধান নয়; যে কারণে এই সমস্যার উদ্ভব সে-গুলোকে চিহ্নিত করে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিকল্পনা নিয়ে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ অন্বেষণই একমাত্র উপায়। তিনি আজ মঙ্গলবার সকালে গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ডে ভরাট জলাশয় পরিষ্কার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল ও শহরগুলোর তুলনায় চট্টগ্রাম নগরীর ভূ-প্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই নগরীতে সাগর উপকূল আছে, পাহাড়-টিলা, নদী-খাল ও সমতট আছে। কালক্রমে অনেকগুলো খাল বিলুপ্ত হয়েছে, কর্ণফুলী নদী বেদখল হয়ে সরু হয়েছে। বড় ও বিস্তীর্ণ জলাশয় ভরাট হয়ে গেছে। পাহাড়-টিলা অবিরাম কর্তন হওয়ায় পাহাড় থেকে বর্ষার ঢলে বালিয়ারি মাটি নেমে এসে বড় নালা ও খালের অস্তিত্ব মুছে দিয়েছে। আগে এক সময় চট্টগ্রামে বগার বিল ও ডাকাইত্যা বিলের মত অনেকগুলো বিস্তীর্ণ জলাশয়, দীঘি ও পুকুর ছিলো। এগুলোতে ভরা বর্ষার পানি এসে স্থিত হতো। তারপর স্থিত পানি ধীরে ধীরে বিভিন্ন খাল হয়ে কর্ণফুলী ও হালদা নদীতে গিয়ে পড়তো। এখন স্থিত হওয়ার জন্য নগরীতে কোন বিস্তীর্ণ জলাশয় নেই। দেড় ডজনেরও বেশি খালের অস্তিত্ব মুছে গেছে। জলাশয় ও খালগুলো অপরিষ্কৃত নগরায়ন ও বড় বড় সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি আবাসন প্রকল্প গ্রাস করে ফেলেছে। এ কারণে ভরা বর্ষায় পানির ঢল স্থিত হবে কোথায় এবং কোন পথ দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়বে? এই পানি নদীতে গিয়ে পড়লেও নাব্যতা সংকটে তার ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সব মিলিয়ে এটাই হলো জলাবদ্ধতা সমস্যার আশু সমাধানে বিলুপ্ত খাল পুনরুদ্ধারসহ আরো একাধিক নতুন খাল খনন, পানি স্থিত হওয়ার জন্য জলাশয় সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা রক্ষায় ক্যাপটিল ড্রেজিং চলমান রাখা। এসব করা না হলে নগরীতে স্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসন তো হবেই না, বরং চট্টগ্রাম বন্দরের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি যে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলো যাতে একই জায়গায় আবার গড়ে উঠতে না পারে সে-ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, প্রশাসন ও নাগরিক সমাজকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও সজাগ থাকার আহ্বান জানান। এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোরশেদ আলী, উপ-প্রধান পরিচালক কর্মকর্তা মোর্শেদুল আলম চৌধুরী, পরিচালক কর্মকর্তা প্রনব শর্মা ও মো. আকবর প্রমুখ।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে চসিকের ডায়াম্যান আদালত পরিচালিত

স্বাস্থ্যবিধি অমান্য রাস্তায় বের হওয়ায়

৯ ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ডায়াম্যান আদালত পরিচালিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারফা বেগম নেলী ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌসের নেতৃত্বে নগরীর নতুন চান্দগাঁও থানা মোড়, এক কিলোমিটার, রাহাতারপুল, কে.বি আমান আলী রোড, কালামিয়া বাজার, তুলাতলি, শাহ আমানত সেতু মোড়, মেরিনার্স রোড, ফিরিঙ্গী বাজার, কোতোয়ালী মোড় এলাকায় করোনাভাইরাস জনিত রোগের বিস্তার রোধে সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করায় ০৯টি মামলা রুজু পূর্বক ০৯ ব্যক্তিকে ১ হাজার ৪ শত টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে ম্যাজিস্ট্রেটগণ মাস্ক বিতরণ করেন এবং নগরবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা প্রদান করে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কল্পে ও নগরবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে চসিকের ডায়াম্যান আদালত অব্যাহত থাকবে। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্য বৃন্দ।

সংবাদদাতা

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪৪-৪৭৭৬৯৩